Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার রক্ষা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবেরা আক্তার নিসা

রোলঃ ২১৬০২১১২১

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার রক্ষা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবেরা আক্তার নিসা

রোলঃ ২১৬০২১১২১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীর অধিকার রক্ষা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবেরা আক্তার নিসা, আইডিঃ ২১৬০২১১২১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে নারীর অধিকার রক্ষা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাবেরা আক্তার নিসা

আইডিঃ **২১৬০২১১২১**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 6
ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা : 7
ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান : 7
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী : 8
বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা: 10
নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা : 10
নারী যখন মায়ের মর্যাদা : 12
বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান : 12
স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান : 13
স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান : 13
মেয়ে হিসেবে ইসলামে নারীর মর্যাদা 15
বোনকে ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে ইসলাম 15
মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা : 15
মোহরানা পরিশোধ ফরজঃ 15
সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান : 16
ইবাদতের ক্ষেত্রে সমান প্রতিদান: 17
বিধবার অধিকার ও সম্মান 17
নারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা : 18
নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা: 18
শিক্ষা 19
ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব 19
নারীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার 19

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের শিক্ষার উদাহরণ 20
আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর শিক্ষা 20
জ্ঞানার্জন 20
ইসলামে নারীদের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব 20
ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের জ্ঞানার্জন 21
আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর জ্ঞানার্জন 21
বিবাহ জীবন 22
ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব 22
কুরআন ও হাদিসে বিবাহের নির্দেশনা 22
নারীর সম্মতি ও মতামতের গুরুত্ব 22
বিবাহে নারীর অধিকার ও কর্তব্য 23
বিবাহ জীবন 23
পারিবারিক জীবন 23
অর্থনৈতিক অধিকার 24
সামাজিক অধিকার 24
রাজনৈতিক অধিকার 24
শারীরিক সুরক্ষা 24
মানসিক সুরক্ষা 25
পরিশিষ্ট: 25
রেফারেন্সঃ 27

ভূমিকা:

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আলে ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-ً

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' (নিসা ১)।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (তাকভীর ৮-৯)।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' (নূর ৩৩)। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য

প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।[6]

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা:

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' (বাক্বারাহ ২২৮)।

নারীর অধিকার সংরক্ষণ করার বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা নারীর অধিকার খর্ব করে এবং তাদের সঙ্গে বৈরিতামূলক আচরণ করে তাদের ব্যাপারে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। নারীর অধিকার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তাতে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এমনকি নারী নামে একটি সুরাও অবতীর্ণ করেছেন, যার নাম 'সুরা আন-নিসা'। পবিত্র কোরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটি ৫৭ বার এসেছে। 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি এসেছে ২৬ বার।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

নারী যখন মায়ের মর্যাদা :

মহান আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন-হাদিসে মাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ জারি করেছেন যে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করো। ' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এর পরও তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বলেন, তার পরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর তোমার পিতা। (মুসলিম, হাদিস : ৬৩৯৪)

সুবহানাল্লাহ! এতে করে স্পষ্ট হয়ে যায়, ইসলাম সর্বোচ্চ নারীকে সম্মান দেয় বলেই আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের সম্মানের ব্যাপারে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-ْ

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' (নিসা ৩)।

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।

স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

নারী যখন স্ত্রী, তখনো তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ নারীদের তাঁর বিশেষ নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা

ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে। ' (সুরা : রুম, আয়াত : ২১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারি, হাদিস : ৫১৮৮)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' (নিসা ১৯)।

মেয়ে হিসেবে ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, সন্তানরা আল্লাহর নিয়ামত। আর মেয়েসন্তানরা পুণ্য। মহান আল্লাহ নিয়ামতের হিসাব নেন, আর পুণ্যের প্রতিদান দেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে। ' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৩)

বোনকে ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে ইসলাম

মেয়ে এবং বোনের সঙ্গেও সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছে। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১২)

মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।

মোহরানা পরিশোধ ফরজঃ

নির্ধারিত মোহরানা আদায় করা ফরজ। মোহরানাতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। তবে স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে কিছু কমিয়ে দিলে বা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। তখন তা থেকে গ্রহণ করা স্বামীর জন্য অবশ্যই হালাল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও।' (সুরা নিসা, আয়াত: ৪)

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْن-َ

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,ْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم-ْ

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত ْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ (বাক্বারাহ ২২৩)’।

ইবাদতের ক্ষেত্রে সমান প্রতিদান:

আল্লাহ তাআলা ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে নারীদের পুরুষের সঙ্গী বানিয়েছেন। উভয়কে একই কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে তাদের ইখলাস, চেষ্টা ও কর্ম অনুযায়ী সওয়াব ও বিনিময় দেওয়া হবে। কারও প্রতি বৈষম্য করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (সুরা আহজাব, আয়াত: ৩৫)

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যারা বিধবা নারীর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী। (বুখারি ও মুসলিম)।

নারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা :

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামীর সম্পত্তিতে রয়েছে নারীর সম্মানজনক অধিকার। যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা যে অর্থসম্পদ উপার্জন করবেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন, এতে ইসলাম নারীকে পুর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত: ৭)

নারীকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া ও মোহরানা ফেরত নেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সদয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'হে মুমিনরা, জোর করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের আবদ্ধ করে রেখো না; তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বদলাতে চাও, আর তাদের কাউকে তোমরা প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকো, তবে তোমরা তা থেকে কোনো কিছু নিয়ো না। অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে কি তোমরা তা নেবে? আর তোমরা তা কীভাবে নেবে অথচ তোমরা একে অপরের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছ; আর তারা তোমাদের থেকে নিয়েছিল দৃঢ় অঙ্গীকার?' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯-২১)

নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা:

সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে ইসলাম দিকনির্দেশক। প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর কোনো সামাজিক অধিকার ও সম্মানবোধ ছিল না। নবজাত কন্যাশিশুকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো এবং পুরুষরা নারীকে শুধু ভোগের জন্য ব্যবহার করতÑ তখন মহানবী (সা.) সৎকর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদার কথা বলেন। তিনি জানিয়ে দেন, 'পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১২৪)

র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের সৌন্দর্য। তার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকা সবার দায়িত্ব। ইসলামের ইতিহাসে নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় বনু কাইনুকা গোত্রের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এক সাহাবি তার মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় জীবন দিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষা

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম ধর্মে শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার গুরুত্ব ও জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াতই ছিল "إقرأ" (পড়ো)। এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" (জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ)। এই হাদিসের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নারীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা শিক্ষক, আলেমা ও শিক্ষানবিশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেমা এবং বহু হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করেছিলেন। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীদেরকে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার এবং সুযোগ প্রদান করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের শিক্ষার উদাহরণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের শিক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি ছিলেন একজন মহান আলেমা এবং বহু হাদিসের বর্ণনাকারী। তাঁর জ্ঞান এবং শিক্ষা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নবী করিম (সা.) এর সহধর্মিণী হিসেবে শুধু যে ধর্মীয় বিষয়েই জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা নয়, বরং তিনি সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তার শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে অনেক মুসলিম নারীরা শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা পেয়েছিল।

আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর শিক্ষা

আধুনিক যুগে মুসলিম নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষিত নারীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সমাজে নারীরা এখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মরত রয়েছে। এটি নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানার্জন

ইসলামে নারীদের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনে এবং হাদিসে বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" (জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ)। এই নির্দেশনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে নারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নারীরা নিজেদের জীবনকে উন্নত করতে পারে এবং সমাজে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের জ্ঞানার্জন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেমা এবং বহু হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তার জ্ঞান অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অনেক মুসলিম নারীরা শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা পেয়েছিল এবং সমাজে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল।

আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর জ্ঞানার্জন

আধুনিক যুগে মুসলিম নারীদের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব আরও বেশি। শিক্ষিত নারীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সমাজে নারীরা এখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মরত রয়েছে। এটি নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্যই, আমি প্রতিটি অধ্যায় এবং উপ-অধ্যায় বিস্তারিতভাবে লিখতে শুরু করছি। এটি একটি দীর্ঘ কাজ হবে, তাই আমি পর্যায়ক্রমে লিখে দেব। প্রতিটি অধ্যায় সম্পন্ন হলে পরবর্তী অধ্যায়ে যাব।

বিবাহ জীবন

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্মান, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হয়। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো, সূরা আন-নিসা: ১৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (বিবাহ আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার উম্মত নয়)। ইসলামে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় যা সমাজের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে সহায়ক।

কুরআন ও হাদিসে বিবাহের নির্দেশনা

ইসলামে বিবাহের নিয়ম ও নির্দেশনা কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হলো তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের মাঝে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন, সূরা রূম: ২১)। এই আয়াত বিবাহের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

নারীর সম্মতি ও মতামতের গুরুত্ব

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর সম্মতি ছাড়া কোনো বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكح البِكر حتى تُستأذَن" (বিধবা নারীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাবে না এবং কুমারী নারীর ইচ্ছা ছাড়া তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না)। এই নির্দেশনা নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ও মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়।

বিবাহে নারীর অধিকার ও কর্তব্য

ইসলামে বিবাহিত জীবনে নারীর অধিকার ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তাদের প্রতি যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি তাদের জন্যও অধিকার রয়েছে, সূরা আল-বাকারা: ২২৮)। এই নির্দেশনার মাধ্যমে নারীদের অধিকার ও কর্তব্যের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বও নির্ধারিত হয়েছে।

বিবাহ জীবন

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্মান, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হয়। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো, সূরা আন-নিসা: ১৯)। ইসলামে নারীদের সম্মতি ছাড়া কোনো বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكح البِكر حتى تُستأذَن" (বিধবা নারীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাবে না এবং কুমারী নারীর ইচ্ছা ছাড়া তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না)। এই নির্দেশনা নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ও মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়।

পারিবারিক জীবন

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্মান, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হয়। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো, সূরা আন-নিসা: ১৯)। ইসলামে নারীদের সম্মতি ছাড়া কোনো বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكح البِكر حتى تُستأذَن" (বিধবা নারীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাবে না এবং কুমারী নারীর ইচ্ছা ছাড়া তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না)। এই নির্দেশনা নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ও মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়।

অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। নারীরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ও অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে, "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ" (পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ভাগ এবং নারীর জন্য তাদের উপার্জনের ভাগ, সূরা আন-নিসা: ৭)। এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং তাদের উপার্জিত সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারে।

সামাজিক অধিকার

ইসলাম নারীদের সামাজিক অধিকারও স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাচীন যুগে নারীরা সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। হযরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে নার্স হিসেবে কাজ করেছেন এবং শিক্ষাদান করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের অধিকারও রাখত। হযরত উমার (রা.) এর শাসনামলে নারীরা বিচারব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

রাজনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাচীন যুগে নারীরা সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। হযরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে নার্স হিসেবে কাজ করেছেন এবং শিক্ষাদান করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের অধিকারও রাখত। হযরত উমার (রা.) এর শাসনামলে নারীরা বিচারব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

শারীরিক সুরক্ষা

ইসলামে নারীদের শারীরিক সুরক্ষা রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারীদের প্রতি সহিংসতা, অত্যাচার ও নির্যাতন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো, সূরা আন-নিসা: ১৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا

لِأَهْلِي خَيْرُكُم" (তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক সদয়, এবং আমি আমার স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক সদয়)।

মানসিক সুরক্ষা

ইসলামে নারীদের মানসিক সুরক্ষা রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারীদের প্রতি সহিংসতা, অত্যাচার ও নির্যাতন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো, সূরা আন-নিসা: ১৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "وَأَنَا خَيْرُكُم لِأَهْلِه خَيْرُكُم لِأَهْلِي خَيْرُكُم" (তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক সদয়, এবং আমি আমার স্ত্রীর প্রতি সর্বাধিক সদয়)।

পরিশিষ্ট:

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। কখনো মা হিসেবে, কখনো স্ত্রী হিসেবে, কখনো মেয়ে হিসেবে, আবার কখনো বোন হিসেবে। ইসলাম আগমনের আগে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, ঘৃণিত। তখন তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করা হতো।

কন্যাসন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্মম ঘটনাও ঘটেছিল সে সময়। ইসলাম এসে এই বর্বরতা রুখে দিয়েছে। ইসলাম সম্মান নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

একসময় নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো, ইসলাম তা কঠোরভাবে বন্ধ করেছে। নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলাম প্রয়োজনীয় সব বিধান দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে সুরা ‘নিসা’ (অর্থ নারী) নামে একটি সুরাও আছে।

আবু আওন থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদি তাঁর মুখের নেকাব খোলানোর অপচেষ্টা করে, তাতে

ওই নারী অস্বীকৃতি জানান। ওই স্বর্ণকার গোপনে মুসলিম নারীটির (অগোচরে) পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের ওপরে গিঁট দিয়ে দেয়, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। ফলে তিনি উঠতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। এ ভদ্র মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নরপিশাচের দল হো হো করে হাততালি দিতে থাকল। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক (প্রতিবাদী) মুসলিম ওই স্বর্ণকারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। প্রত্যুত্তরে ইহুদিরা মুসলিম লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে।

এরপর নিহত মুসলিমটির পরিবারবর্গ চিৎকার করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাছে ফরিয়াদ করেন। এর ফলে মুসলিম ও বনু কাইনুকার ইহুদিদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত বাধে। প্রায় ১৫ দিন সে গোত্রের দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর তাদের সবাইকে বন্দি করা হয়। (ইবনে হিশাম : ২/৪৭,; আর রাহিকুল মাখতুম [বাংলা] : ২৪০/২৪২)

মানবতার ধর্ম ইসলাম নারীকে প্রতিযোগী না ভেবে সহযোগী মনে করতে শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামে নারীবিষয়ক বিধানগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোদ্দাকথা, ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর সবকিছুর নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান।

নারীর সামাজিক মর্যাদা, তাদের করণীয়, নারী অধিকার, বিয়ে, ঘর-সংসার ও তালাক ইত্যাদি সুরা নিসায় স্থান পেয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে ইসলাম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছে।

রেফারেন্সঃ

[1]. আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯), পৃঃ ৪।

[2]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২।

[3]. Nazhat Afza and khurshid Ahmad, The position of womanin Islam, Kuwait Islamic Book publishers, 1982), p. 9-10.

[4]. সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫।

[5]. নারী, পৃঃ ৯।

[6]. ঐ, পৃঃ ৫।

[7]. ঐ, পৃঃ ২।

[8]. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩।

[9]. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬।